২৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৭

স্কুলে ভর্তি সমস্যা

প্রতি বছর এ সময় লক্ষ লক্ষ অভিভাবক তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে এক মারাত্মক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে নিপতিত হন। কোথায় ভর্তি করবেন সন্তানদের? সে উৎকণ্ঠা কিন্ডার গার্টেন পর্যায়ে ভর্তি নিয়ে যেমন, তেমনি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি নিয়েও। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসই এসব স্কুলে ভর্তির মওসুম।

ভর্তির ব্যাপারে সরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। শিশুসন্তানদের হাতেখড়ির সমস্যাও এখানে কম প্রকট নয়। কিন্ডার গার্টেনে ভর্তির ক্ষেত্রে নানা নিয়ম। কোথাও দিতে হয় ডোনেশন, কোথাওবা লটারীর আয়োজন, কোথাওবা তদবির-ধরপাকড়। এসব সত্ত্বেও হাজার হাজার অভিভাবক তাদের সন্তানদের কাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে পারেন না। অনন্যোপায় হয়ে তারা সন্তানদের যে যেখানে পারেন ভর্তি করতে ছোটেন।

এসব স্কুলে ছাত্র বেতনেরও কোন নির্দিষ্ট হার নেই। মাসিক ছাত্র বেতন তিনশ' টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্যন্ত। ফলে বহু অভিভাবক এসব স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করতে পারেন না। মাঝারি বেতনের স্কুলগুলোর ওপর চাপ পড়ে। ফল প্রকাশের দিন এসব স্কুলের সামনে আনন্দের চেয়ে বেদনার পরিবেশ সৃষ্টি হয় বেশী এবং শেষ পর্যন্ত বহু অভিভাবক অলি-গলির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অপ্রতুল আয়োজনে সাজানো কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করতে বাধ্য হন।

মাধ্যমিক পর্যায়ের বেশীরভাগ সরকারী স্কুল এবং নামকরা স্কুলগুলোতে প্রাথমিকভাবে ভর্তি শুরু হয় তৃতীয় শ্রেণী থেকে। আর বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে সাধারণত ভর্তি শুরু হয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে। অন্যান্য শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে আসনসংখ্যা থাকে খুবই সীমিত। কারও চলে যাওয়া বা অন্য কোন কারণে দু'চারটি আসন খালি হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ানোর জন্য সন্তানের হাত ধরে হাজার হাজার অভিভাবক ভিড় জমান উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে। দরখাস্তকারীর চেয়ে আসনসংখ্যা বহুগুণে কম বলে কেউ কেউ ফিরে যান হাসিমুখে, বাকি সবাই অনন্ত অনিশ্চয়তা নিয়ে ঘুরতে থাকেন এক স্কুল থেকে অপর কোন স্কুলের দ্বারে দ্বারে।

সরকারী প্রাইমারী স্কুলে এবং বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভবপর হলে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো স্কুলের ওপর এ ধরনের চাপ সৃষ্টি হত হন। অভিভাবকরাও এরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভুগতেন না।

শিক্ষার মানের এ সমস্যা আজকের নয়। বহুকাল ধরেই আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চেয়ে কম বেতন পান। তবু সেখানকার শিক্ষার মান কেন সরকারী প্রাইমারী স্কুলের চেয়ে ভাল। বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকার বহন করে। তা সত্ত্বেও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার মান কেন সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের চেয়ে খারাপ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা জরুরী। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগে এবং বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের নীতিমালার যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। এই পরিবর্তন আনতে পারলে শিক্ষা ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল বৈষম্য যেমন দূরীভূত হবে, তেমনি অভিভাবকরাও এতসব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে রেহাই পাবেন। দেশের শিক্ষার সামগ্রিক মানেও উন্নতি সাধিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।